

সফটওয়্যারের কারুকাজ

কিবোর্ডের বোতাম নষ্ট হয়ে গেছে?

অনেক সময় কিবোর্ডের এক বা একাধিক বোতাম নষ্ট হয়ে যায়। তখন অনেক সমস্যায় পড়তে হয়। যেমন কারও ই-মেইল আইডি বা পাসওয়ার্ডে যদি a থাকে এবং কিবোর্ডের a যদি নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে কিবোর্ড থেকে a লেখা যায় না। এর একটি সমাধান হলো, কোথাও a লেখা থাকলে সেখান থেকে a-কে কপি করে এনে এখানে পেস্ট করতে পারেন বা কমপিউটারের অন-স্ক্রিন কিবোর্ড খুলে কাজ করতে পারেন। কিন্তু এতে অনেক সময় ব্যয় এবং অনেক বিরক্ত লাগে। যারা এ সমস্যায় পড়েছেন তাদের ভালোই জানা আছে, তখন কী বামেলা হয়। আপনি ছোট একটি সফটওয়্যার ব্যবহার করে খুব সহজেই এ সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে পারেন। অর্থাৎ আপনি ‘শার্প কি’ নামে সফটওয়্যারটি ইনস্টল করে কিবোর্ডের বাটনগুলো পরিবর্তন করে ফেলতে পারেন। ধরুন, আপনার কিবোর্ডের a নষ্ট। আপনি ইচ্ছে করলে কিবোর্ডের অন্য একটি বাটনকে যে বাটনটি সবসময় কাজে লাগে না বা যে বাটন কিবোর্ডে একাধিক আছে, তা a বোতামে রূপান্তর করতে পারেন। মাত্র ২৩ কিলোবাইটের শার্প কি সফটওয়্যারটি ইনস্টল করে From key-তে কোনো কি চেপে (যে কি-টি ভালোই আছে) এবং To Key-তে নষ্ট কি-টি (নষ্ট কি যদি a হয় তাহলে a) চেপে ওকে করুন। তাহলে অন্য রূপান্তরিত কি চেপে a লেখা যাবে। শার্প কি সফটওয়্যারটি www.ziddu.com/download/13507897/sharpkeys.zip.html ঠিকানা থেকে বিনামূল্যে ডাউনলোড করে নিতে পারেন।

বামেলামুক্ত উইন্ডোজ স্টার্টআপ

উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহারকারীরা প্রায়ই একটি সমস্যায় ভোগেন, তা হলো কমপিউটার চালু হতে বেশি সময় লাগে। কারণ, অনেকেই মনে করেন কমপিউটার ভাইরাস আক্রান্ত হয়েছে। ভাইরাসের জন্য এমনটি হতে পারে। কিন্তু এছাড়া আরও কারণ থাকতে পারে। বেশি পরিমাণে স্টার্টআপ প্রোগ্রামের (যেগুলো কমপিউটার চালুর সময় চালু হয়) কারণে এমনটি হতে পারে। এজন্যই এই বাড়তি সময় লাগে।

এই চালু হওয়ার সময়টি কমিয়ে আনা যায়। এজন্য আপনার অপ্রয়োজনীয় বা কম দরকারি প্রোগ্রামগুলো উইন্ডোজের স্টার্টআপ তালিকা থেকে মুছে দিতে হবে। এটি করতে চাইলে সবার আগে start-এ গিয়ে সার্চ বক্সে msconfig লিখে এন্টার করুন (উইন্ডোজ এক্সপির স্ক্রিনে গিয়ে msconfig লিখতে হবে)। এবার সিস্টেম কনফিগারেশন উইন্ডো খুলে বাম থেকে 8 নম্বর ট্যাবে ক্লিক করুন। তাহলে উইন্ডোজের স্টার্টআপ প্রোগ্রামের একটি তালিকা দেখতে পাবেন। তালিকা থেকে অপ্রয়োজনীয় প্রোগ্রামগুলোর পাশের টিক চিহ্নগুলো তুলে দিন। তবে সাবধান, অ্যান্টিভাইরাস এবং

মাদারবোর্ডের সাথে সম্পর্কযুক্ত প্রোগ্রামগুলো বন্ধ করে দেবেন না। কাজ শেষ হয়ে গেলে অ্যাপ্লাইয়ে ক্লিক করে ওকে করে বেরিয়ে আসুন। এরপর কমপিউটার রিস্টার্ট দিলেই হবে। পরবর্তী সময় কমপিউটার যখনই চালু হবে, তা হবে আগের চেয়ে অনেক দ্রুত।

মো: ফাহিম
চৌরাস্তা, গাজীপুর

গড মোড এক্সপ্লোর করা

উইন্ডোজ ৭-এ কন্ট্রোল প্যানেলকে সামান্য পরিবর্তন করা হয়েছে। এরপরও প্রয়োজনীয় সব অ্যাপলেট এবং অপশনে লোকেট করা এখনো বেশ কঠিন। এমন অবস্থায় God Mode অপশন বেশ সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। কেননা, এ অপশনের মাধ্যমে আপনার কাঙ্ক্ষিত সবকিছুতেই সহজে অ্যাক্সেস করতে পারবেন একটি সিঙ্গেল ফোল্ডার থেকে।

* God Mode নিয়ে কাজ করতে চাইলে একটি নতুন ফোল্ডার তৈরি করে রিনেম করুন।

* প্রথম অংশে (Everything হলো ফোল্ডারের নাম। এই নাম ইচ্ছেমতো দেয়া যায়। যেমন ‘Super Control Panel’, ‘Advanced’, ‘God Mode’ ইত্যাদি হতে পারে।

* এক্সটেনশন ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E0IC-কে অবশ্য যথাযথভাবে টাইপ করে এন্টার চাপলে নামের এই অংশ অদৃশ্য হয়ে যাবে। এবার নতুন ফোল্ডারে ডাবল ক্লিক করলে ফাংশনের শর্টকাট প্রদর্শিত হবে Action Centre, Network and Sharing Centre, Power অপশন, ট্রাবলশ্টিং টুলস, ইউজার অ্যাকাউন্ট এবং অন্য ২৬০টির বেশি অপশন।

কাস্টোম পাওয়ার সুইচ

বাইডিফল্ট উইন্ডোজ ৭ স্টার্ট মেনুতে ডিসপ্লে করে একটি প্লেন টেক্সট shut down বাটন। এই অ্যাকশনকে আপনি ইচ্ছে করলে কয়েক ক্লিকের মাধ্যমে পরিবর্তন করতে পারবেন। যদি আপনি প্রতিদিন কয়েকবার করে পিসি রিবুট করেন, তাহলে ডিফল্ট অ্যাকশনের জন্য কিছু কৌশল অবলম্বন করতে পারেন। এজন্য Start orb-তে ডান ক্লিক করে Properties সিলেক্ট করে ‘Power boot action’-কে Restart-এ সেট করতে পারেন।

ডিজ্যাবল করুন স্মার্ট উইন্ডো বিন্যাস

উইন্ডোজ ৭-এর ফিচারগুলো আকর্ষণীয় বুদ্ধিদীপ্তভাবে উইন্ডোকে সজ্জিত করতে পারবেন। ধরুন, একটি উইন্ডোকে ড্র্যাগ করে স্ক্রিনের ওপরে নিয়ে গেলে তা তাৎক্ষণিকভাবে ম্যাক্সিমাইজ হবে। আমরা সবাই নতুন সিস্টেম পছন্দ করি বা প্রত্যাশা করি, কিন্তু সেই নতুন সিস্টেম যদি বিক্ষিপ্ত ধরনের বা আপনার প্রত্যাশা অনুযায়ী না হয়, তাহলে তা ডিজ্যাবল করে দেয়াই উচিত।

এজন্য Run REGEDIT করুন এবং এরপর

HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop-এ নেভিগেট করে WindowsArrangementActive-কে 0-তে সেট করুন। এরপর রিবুট করলে উইন্ডোজ স্বাভাবিক আচরণ করতে থাকবে যেমনটি সবসময় করে থাকে।

বলরাম বিশ্বাস
সবুজবাগ, পটুয়াখালী

ই-মেইল ব্যাকআপ করা

ধরুন, আপনি আউটলুক এক্সপ্রেসে আপনার ই-মেইলগুলো ব্যাকআপ করতে চান। তবে ফাইল মেনুর Save as অপশন শুধু একবার একটি মেসেজ সেভ করে এবং Move অপশন Edit মেনুর শুধুই ই-মেইল মুভ করাতে পারে ফোল্ডারের মধ্যে। তবে আউটলুক এক্সপ্রেস থেকে মাল্টিপল ই-মেইল ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করা যায় উইন্ডোজ এক্সপ্লোরার উইন্ডোতে।

আউটলুক এক্সপ্রেসে সঠিক ফোল্ডার ওপেন করুন এবং উইন্ডোকে এমনভাবে বিন্যাস করুন, যাতে এটি স্ক্রিনের অর্ধেক অংশ জুড়ে থাকে। Ctrl কি চেপে ধরুন এবং যেসব ই-মেইল সেভ করতে চান সেগুলোতে বাম ক্লিক করুন।

এবার Start বাটনে ক্লিক করুন এবং এরপর একটি উইন্ডোজ এক্সপ্লোরার উইন্ডো ওপেন করার জন্য My Documents-এ ক্লিক করুন। এরপর সিলেকটেড ই-মেইলের জন্য একটি নতুন ফোল্ডার তৈরি করুন। যদি এগুলো আউটলুক এক্সপ্রেসে না চান, তাহলে সেগুলো ডিলিট করে দিতে পারেন।

এক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা হলো ই-মেইলগুলো স্টোর করা যাবে ডেট বা অবজেক্টের ক্রমানুযায়ী।

রমিজ উদ্দীন
হেমায়েতপুর, কেরানীগঞ্জ

কারুকাজ বিভাগে লিখুন

কারুকাজ বিভাগের জন্য প্রোগ্রাম ও সফটওয়্যার টিপস বা টুকটাকি লিখে পাঠান। লেখা এক কলামের মধ্যে হলে ভালো হয়। সফট কপি সহ প্রোগ্রামের সোর্স কোডের হার্ড কপি প্রতি মাসের ২০ তারিখের মধ্যে পাঠাতে হবে।

সেরা ৩টি প্রোগ্রাম/টিপস-এর লেখককে যথাক্রমে ১,০০০, ৮৫০ ও ৭০০ টাকা পুরস্কার দেয়া হয়। সেরা ৩ টিপস ছাড়াও মানসম্মত প্রোগ্রাম/টিপস ছাপা হলে তার জন্য প্রচলিত হারে সম্মানী দেয়া হয়। প্রোগ্রাম/টিপস-এর লেখকদের নাম কমপিউটার জগৎ-এর বিসিএস কমপিউটার সিটি অফিস থেকেও জানা যাবে। পুরস্কার কমপিউটার জগৎ-এর বিসিএস কমপিউটার সিটি অফিস থেকে সংগ্রহ করতে হবে। সংগ্রহের সময় অবশ্যই পরিচয়পত্র দেখাতে হবে এবং পুরস্কার চলতি মাসের ৩০ তারিখের মধ্যে সংগ্রহ করতে হবে।

এ সংখ্যায় প্রোগ্রাম/টিপস-এর জন্য প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় হয়েছেন যথাক্রমে- মো: ফাহিম, বলরাম বিশ্বাস ও রমিজ উদ্দীন।